

# আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০০৩

## আমাদের করণীয়

প্রতি বছরের মতো এবারও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিশ্বব্যাপী ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ বছরে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: **নারী অধিকার নয়, বল মানবাধিকার**। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ দিবসটির মূল চেতনা হলো নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৮৫৭ সালের এই দিনে নিউইয়র্কের একটি সূঁচ কারখানায় নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছিল সংগঠিতরূপে নারী সমাজের সমতা অর্জন ও ভাগ্যোন্নয়নের প্রয়াস। সেদিনের সূঁচ কারখানার নারী শ্রমিকদের প্রতি যে বঞ্চনা ও সহিংসতা, তা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল না, এটি ছিল নারী সমাজের সার্বিক অবস্থানেরই এক বাস্তব প্রতিফলন। সেদিন কোনো পুলিশি নির্যাতনই অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ নারী শ্রমিকদের পথ রোধ করতে পারেনি। বরং তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠ পৌঁছে গেছে বিশ্ব দরবারে, তাড়িত হয়েছে বিশ্ব বিবেক। ফলশ্রুতিতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ১৯১০ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন এই দিনটিকে “আন্তর্জাতিক নারী দিবস” হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ জাতিসংঘ এ দিবসটিকে “আন্তর্জাতিক নারী দিবস” হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পরই প্রণীত সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয় যে, “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না”। (২৮-১ অনুচ্ছেদ) এছাড়াও বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জাতিসংঘ এবং অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার সদস্য হিসেবে নারীর অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর ‘সিডো’ সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করে। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা ব্যাপকভাবে অবদমিত এবং নিগূহিত। ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কতগুলো সুস্পষ্ট দিক উল্লেখ করা হলো:

- শিক্ষাক্ষেত্রে নারী শিক্ষার হার ৪৮ ভাগ যার বিপরীতে পুরুষের শিক্ষার হার ৬৩ ভাগ। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর জন্য খরচ ৩১ শতাংশ আর পুরুষের জন্য খরচ ৬৯ শতাংশ।
- স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও নারীরা যথাযথ সেবা পায়না। এ দেশের শতকরা ৮৭ ভাগ নারী সন্তান প্রসবের সময় দক্ষ দাইয়ের সহায়তা পায় না। ফলে প্রসবকালে প্রতি ঘন্টায় ৩ জন নারী মৃত্যুবরণ করে।
- বাংলাদেশের শতকরা ৫৮ ভাগ নারী গর্ভাবস্থায় রক্তশূন্যতায় ভোগে। গর্ভকালে সে কোনো অতিরিক্ত খাবার বা যত্ন পায় না। ফলে এদেশের শতকরা ৫০ ভাগ শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।
- পরিবারে আয়মূলক নানা কর্মকাণ্ডে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ সত্ত্বেও অকৃষি কাজে কর্মরত নারীর গড় মজুরী পুরুষদের তুলনায় মাত্র শতকরা ৪২ ভাগ। একটি সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত যে, নারীরা পুরুষের তুলনায় সপ্তাহে ২১ ঘন্টা বেশি পরিশ্রম করে।
- নারী নির্যাতন আমাদের সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতায় আমাদের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়, পাপুয়া নিউগিনির পর। আমাদের দেশে শতকরা ৪৭ ভাগ নারী জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত হয়। মোট নারী হত্যার প্রায় ৫০ ভাগ ঘটে থাকে পারিবারিক সহিংসতার কারণে। শুধু নারীরাই নয় কন্যাশিশু এবং বিধবারাও বিভিন্নমুখী সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য অনুযায়ী গত ২০০২ সালে মোট ৬৮৬ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। অন্য একটি সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক বিধবাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ যৌন হয়রানির শিকার হয়।

উল্লিখিত তথ্য থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, নারীর প্রতি অবহেলা ও বৈষম্য শুরু হয় জন্মকাল থেকে। হাজার বছর ধরে চলতে থাকা এই বৈষম্যের কারণে বর্তমানে নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অথচ বিশ্ব আজ স্বীকার করতে শুরু করেছে যে, নারীর সম অধিকার ও পূর্ণ অংশগ্রহণ মানব সমাজের অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনে নারীরাই মূল চাবিকাঠি। এ জন্য প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। এ লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কিছু আশু পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারি:

- শ্রমের ন্যায্য মজুরী প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করব।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যথাযথ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা করব।
- নারীদের আত্ম কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করব।
- বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং যৌতুকবিহীন বিয়ে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

আসুন, আজকের এই নারী দিবসে নারীর সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।



প্রচারে: জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম